ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 126 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮২ ● কলকাতা ● ০৪ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২২ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৪৭

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমি কাছে গিয়ে দেখি যে সে রক্তে জবজবে হয়ে ছিল, আর ছোট এক তীর তার গায়ে বিঁধে ছিল। একবার সে নিজের বাচ্চাদের দিকে দেখল আর সম্ভবত বাচ্চাদের কাছে মাফ চাইছিল, "আমি কি তোমাদের আর রক্ষা করতে পারব না? আর আমি কি তোমাদের খাবার দিতে পারব না?" আর আমার দিকে হয়ত এই আশাতে দেখল যে এখন তুমিই আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা কোরো। আমি অনেকক্ষণ তার উপর জল ছিটালাম, জল খাওয়ার জন্য দিলাম, কিন্তু সে বাঁচল না। সে তার প্রাণ ত্যাগ করল। আর আমি যখন তাকে জল খাওয়াছিলাম তখন তার মুখ থেকে চালের চারটা ছোট ছোট দানা বাইরে এসেছিল। আমি ঐ দানা নিয়ে গাছে চড়ে তার বাচ্চাদের খাওয়ালাম।

ক্রমশঃ

কালীপুজোর রাতে 'অভব্য আচরণের' দায়ে শহরে গ্রেফতার ৬৪০

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালীপুজোর রাতে শহর ও শহরতলী জুড়ে ব্যাপক শব্দ বাজির দাপট চলে। কলকাতা পুলিশ কালীপুজোর রাতে অভিযান চালিয়ে অশোভোন আচরনের দায়ে ৬৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে। জুয়া খেলার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে ৬ জন। নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর অপরাধে ১৮৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।যদিও অনেকে বলছেন 'শুভ' দীপাবলি উদযাপনের চিত্র কলকাতায় অন্যরকম ছিল। শব্দবাজি ফাটছিল দেদার ভাবেই। বিধাননগর, দমদম, নিউটাউন, যাদবপুর, পার্কস্ট্রিট সব জায়গাতেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ফেটেছে বাজি। সূচকের হিসেবে রাত ১২টার পর কলকাতার বাতাসের গুণমান পৌঁছেছিল অনেকতাই। বালিগঞ্জ ও বিধাননগর দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা ৪০০-র গণ্ডি পার করে। রাত ২টোর পরেও কমেনি শব্দবাজির তাণ্ডব। এমনকি রাতে কলকাতার বেশির ভাগ এলাকা 'দূষণে' দিল্লিকেও টেক্কা দিয়ে ফেলেছিল।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,

এরপর ৬ পাতায়

ফালাকাটায় বৃহন্নলাদের মহামঙ্গল পূজা হল মহানন্দে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা কলেজ পাড়ায় উত্তরবঙ্গ হিজরা উন্নয়ন সংগঠনের থেকে আয়োজন করা হয়েছিল মহামঙ্গল পুজোর।ফালাকাটা কলেজপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো প্রাঙ্গন থেকে দুস্থ মহিলাদের হাতে ১৫০শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।এছাড়াও মঙ্গলবারন দুপুরে পেটপুরে প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছিল।ফালাকাটা বাসির মঙ্গল কামনায় এই মহামঙ্গল পুজোর আয়োজন বিহন্নলাদের। এদিন পুজো শুরুর আগে রীতি নীতি মেনে স্থানীয় মহাকালবাড়ি মুজনাই নদী থেকে জল ভরেও নিয়ে যাওয়া হয়।

গুরুমা রিয়া সরকার বলেন, সারাবছর আমরা বিভিন্ন ভাবে অর্থ উপার্যন করি। তার একটি বড় অংশ সামাজিক কাজে লাগাই। পাশাপাশি ফালাকাটার মানুষের মঙ্গল কামনায় আমরা মহামঙ্গল পুজোর আয়োজনও করি। এবার মহাসমারহে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ হিজরা উন্নয়ন সংগঠনের থেকে জানাগেছে, সাধারণ কোনো পশু বা পাখীর উপর দেবদেবী দেখেই আমরা অভ্যস্থ।কিন্তু কিন্নরদের মহামঙ্গলদেবী কিন্তু বন মুরগীর উপর অধিষ্ঠিত। এখানে দুটি দেবী পূজিত হন। এক দেবীর কোলে আবার একটি ছোটো বাচ্চাও আছে। জগতে সবার মঙ্গল কামনায় দেবী সব সময় কোমল বলেই কিন্নররা জানিয়েছেন।তাই তাদের পুজোতে এখন সাধারণ মানুষও অংশ নেন। এবার অসংখ্য মানুষ শামিল হয়েছেন তাদের পুজোয়।

ফালাকাটার কলেজপাড়ায় বেশ কয়েজন বিহন্নলা বাস করেন। তারা আগে শহরের গোপনগর এলাকায় একটি ভাড়া বারিতে থাকতেন।কিন্তু কয়েক বছর হল তারা শহরের কলেজপাড়ার একটি জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করছেন। সেখান থেকেই ফালাকাটার দুস্থ মানুষের উন্নয়নে একাধিক কাজ করছেন তারা। বিশেষ করে বাসিন্দাদের মঙ্গল কামনায় গত বেশ কিছু বছর থেকে মহামঙ্গল দেবীর পুজোর আয়োজন করছেন।এবারও বড় করে তারা পুজো করেছেন।

বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র ভাঙড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আগে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি। তার আগে দফায় দফায় তপ্ত হচ্ছে ভাঙড়। ফের আইএসএফ ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ! ঘটনায় গ্রেফতার দুই পক্ষের ২ জন। অন্যদিকে পুলিশও এই সংঘর্ষের ঘটনায় ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ব্যাপক উত্তেজনা ভাঙড়ের ভোগালি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুমরু গ্রামে।খবর পাওয়া মাত্রই রাতেই ভুমরু গ্রামে চলে যায় উত্তর কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এরপর ৩ পাতায়

ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ করতে নয়া প্রযুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে চলা রাজনৈতিক তরজার মাঝেই বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন । ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ে স্বচ্ছতা আনতে এবার 'ই-সাইন প্রযুক্তি চালু করল ইসি। কমিশনের দাবি, এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে ভুয়ো বা ভুলভাবে নাম তোলার কিংবা মুছে দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত বন্ধ হবে।ইসি সূত্রে খবর, ই-সাইন প্রযুক্তির লক্ষ্য একটাই—ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করা। এবার থেকে আর কেউ চাইলেই অন্যের নামে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না। ফলে রাজনৈতিক অভিযোগের মাঝেও নির্বাচন কমিশনের বার্তা স্পষ্ট—ভোটার তালিকার স্বচ্ছতার প্রসঙ্গে কোনও আপস নয়।গত সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন, অনলাইনে প্রায় ৬ হাজার ভোটারের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত ভোটারদের নাম ও তথ্য অপব্যবহার করে এই আবেদন জমা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ফর্ম জমা দেওয়ার সময় ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরও প্রকৃত ভোটারদের ছিল না। এই বিতর্কের পরই নতুন পদক্ষেপে নামল কমিশন।

ইসি আইনের পোর্টাল ও অ্যাপে চালু হওয়া এই 'ই-সাইন' ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাবে ভোটার তালিকার নতুন রেজিস্ট্রেশন, নাম বাদ দেওয়া বা সংশোধনের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ ফর্ম ৬, ৭ ও ৮ পূরণের সময়। এবার থেকে আবেদনকারীকে তাঁর আধার-লিঙ্কযুক্ত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে নিজের পরিচয় যাচাই করতে হবে।

কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? প্রথমে ফর্ম পূরণের পর ই-সাইন সিস্টেম জানতে চাইবে, ভোটার কার্ড ও আধারে দেওয়া নাম এক কি না। এরপর আধারের সঙ্গে যুক্ত ফোন নম্বরে একটি ওটিপি যাবে। সেই ওটিপি দিয়ে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করলেই আবেদন গৃহীত হবে।

কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'আগে যাচাই ছাড়াই কেউ আবেদন জমা দিতে পারতেন। এখন থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আধার-লিঙ্কযুক্ত ফোন নম্বর ছাড়া কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং জালিয়াতির সুযোগ কমবে।'

(১ম পাতার পর)

কালীপুজোর রাতে 'অভব্য আচরণের' দায়ে শহরে গ্রেফতার ৬৪০

সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত ৪১টি অভিযোগ জমা পড়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের কাছে। কসবা, নিউ আলিপুর, সল্টলেক, শিয়ালদহ, যোধপুর পার্ক, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে । সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত পুলিশের কাছে শব্দবাজি সংক্রান্ত শতাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রায় ১৮৩ জন। এ ছাড়াও কালীপুজোর রাতে নানা অপরাধে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৫১ জনকে । কলকাতা জুড়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ৮৫১.৪৫ কেজি বেআইনি বাজি ।

এর পাশাপাশি শহরে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেলে চালানোর অপরাধে ১৮০ জনের বিরুদ্ধে মামলার অজু করা হয়েছে। হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেলে আরোহী হিসেবে থাকার অপরাধে ৩৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে ৯৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালানোর অপরাধে ১১৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সিগন্যাল না মানা সহ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের আরো নানা অপরাধে ১৫৬ টি মামলার রুজু করা হয়েছে। দীপাবলীর রাতে মোট ৮৮২ টি মামলা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অপরাধে করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো অশোভ আচরণ এবং জুয়া খেলার অপরাধে মোট ৬৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দীপাবলি মানে শুধু আলোর উৎসব নয়। গোটা দেশজুড়ে ফাটে নানা ধরনের আতশবাজি। এতেই বায়ুদূষণের সম্ভাবনা থাকে প্রবল। চলতি বছরে সরকারের সাবাধান বাণী সত্বেও দেরারে ফাটানো হয়েছে আতশবাজি। তাতেই দেশের একাধিক জায়গায় বায়ুর গুণগত মান খারাপ হয়েছে। দিল্লির অবস্থা সবেথেকে খারাপ। তবে চলতি বছরে অন্য কথাই বললেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার(CP) মনোজ বর্মা। জানালেন গত বছরের তুলনায় কলকাতার পরিস্থিতি এবারে অনেকেটা ভালো। এমনকি দেশের অন্যান্য রাজ্যের বড় শহরের থেকে কলকাতায় দূষণও কম হয়েছে। শব্দবাজি ও আতশবাজি পড়ানো নিয়ে সতর্ক করেছিল প্রশাসন। মঙ্গলবারে সকালে সিপি মনোজ বর্মা জানালেন, কলকাতায় শব্দ ৯০ ডেসিবলের থেকে কম রয়েছে। তাছাড়াও সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বায়ুদূষণের উপরেও নজর রাখা হয় বলেও এদিন তিনি জানান। এরপরেই তিনি বলেন, ভারতের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতায় দূষণ কম ছিল সেই সময়ে। রাত ১০টা কিংবা ১২টার রিপোর্ট খতিয়ে দেখলে গোটা চিত্রটা স্পষ্ট হবে বলে উল্লেখ করেন সিপি। এদিন পুলিশ কমিশনার আরও বলেন যে শব্দদূষণ হোক বা বায়ুদূষণ চলতি বছরে দীপাবলিতে কলকাতায় দুটোই গত বছরের তুলনায় কম রয়েছে। ভারতের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতায় দূষণ চলতি বছরে অনেকেটাই কম বলে জানান তিনি।

(২ পাতার পর)

বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র ভাঙড়

দুই শিবিরই পুলিশের কাছে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। দুইপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাঁদের জোরকদমে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। একইসঙ্গে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রাত থেকেই গোটা এলাকা থমথমে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে বাজি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। বচসা কিছু সময়ের মধ্যেই রূপ নেয় হাতাহাতির। মুহূর্তেই তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকায়। লেগে যায় রাজনীতির রঙ।

তৃণমূল কর্মী রব্বানি মোল্লা, সাবির মোল্লা, নবাব মোল্লা, সাহিদ মোল্লারা বাজি ফাটাচ্ছিল বলে খবর। যদিও আইএসএফ কর্মীদের অভিযোগ বোমা ছোড়া হয়েছে। তা নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। দুই গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে সুর চড়াতে শুরু করে।

তৃণমূলের অভিযোগ তাঁদের কর্মীদের লোহার রড দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আইএসএফের লোকজন। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ আইএসএফ তাঁদের পাল্টা অভিযোগ, তাঁদের কর্মীদের বেধড়ক মারধর করেছে ঘাসফুল শিবিরের লোকজন। যদিও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা বলছেন, "পুরোটাই আগে থেকে পরিকল্পিত। আইএসএফ আশ্রিত সমাজবিরোধীরাই আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করেছে।" এদিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে।

চন্দ্রকোনায় গোষ্ঠী সংঘর্ষে অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপরতলা থেকে বারবার আসছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটানোর বার্তা। কিন্তু নিচুতলায় যেন থোড়াই কেয়ার। তৃণমূলের হাতেই আক্রান্ত তৃণমূল। হাসপাতালে ভর্তি ৪। ব্যাপক চাঞ্চল্য চন্দ্রকোনায়। কালীপুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দা গ্রামে।

খবর রাতেই গ্রামে চলে যায় পুলিশ। অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। আহতদের দেখতে রাতেই হাসপাতালে ছুটে আসেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সূর্যকান্ত দোলই।

তিনি যদিও দুষ্কৃতী দমনের কথাই বলছেন। তাঁর সাফ কথা, দলের কোনও দুষ্কৃতীর জায়গা হবে না। ঘটনার পর থেকেই এলাকার পরিস্থিতি রীতিমতো থমথমে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ভোটের মুখে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চলছে দলের অন্দরেও।ক্রমেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ক্ষীরপাই হাসপাতালে পাঠান হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঘাটালে।

দলেরই এক শিবির আঙুল তুলছে অন্য শিবিরের বিরুদ্ধে। এলাকার কর্মী সুরজ আলি গায়েন, হাসেন মুলাদের অভিযোগ রাতে তাঁদের একা পেয়ে তৃণমূল কর্মী সৌদুল সদলবলে হঠাৎ তাঁদের উপর আক্রমণ করে। এই সৌদুল আবার অঞ্চল সভাপতি তৃণমূল সভাপতি মফুর সরকারের লোক বলে অভিযোগ। তাঁর নির্দেশেই এই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ সুরজ, হাসেনদের।

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ সৌদুলের পরিবারের সদস্যরা। পাল্টা সৌদুলের পরিবারের দাবি সুরজের নেতৃত্বেই প্রথম তাঁদের উপর হামলা চালান হয়। বচসা থেকে মুহূর্তেই তা হাতাহাতির রূপ নেয়। ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় গোটা এলাকাতেই।

সম্পাদকীয়

মোদি সরকারের দেড় হাজার কোটির 'পিএমশ্রী' নিল বামশাসিত কেরল

কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি সরব যে রাজ্যগুলি, সেগুলির মধ্যে একেবারে প্রথমের সারিতে কেরল। সে রাজ্যের সিপিএম সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে, কেরলে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হবে না। কিন্তু সেই বাম সরকারই আবার কেন্দ্রের দেওয়া পিএমশ্রী অনুদান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল।বিরোধী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ বাম সরকারের সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেছে। এমনকী শাসক শিবিরের অন্যতম শরিক সিপিআইও সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব। তবে সিপিএমের যুক্তি, কেন্দ্রের টাকা নেওয়ায় আপত্তির তো কোনও জায়গা নেই। তাছাড়া, এই মুহূর্তে কেরল সরকার খানিকটা হলেও আর্থিক সংকটে। এই পরিস্থিতিতে যা আসে, সেটাই লাভ।কেন্দ্র আগে জানিয়ে দিয়েছে, যে সব রাজ্য 'পিএমশ্রী' প্রকল্পের অনুদান গ্রহণ করবে, সেই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের সঙ্গে 'মৌ' চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। সেই মৌ স্বাক্ষর করার অর্থ ঘুরপথে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা। কারণ, ওই মৌ চুক্তিতে এমন বহু শর্ত আছে যা জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল। বস্তুত রাজ্যগুলিকে ওই টাকা দেওয়া হচ্ছে নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করার খরচ হিসাবেই। 'পিএমশ্রী'র টাকা গ্রহণ করার অর্থ ঘুরিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির সেই শর্তগুলি মেনে নেওয়া। এর মধ্যে রয়েছে ত্রিভাষা নীতিও। যে নীতির প্রবল বিরোধী দক্ষিণের রাজ্যগুলি।

বস্তুত ২০২০ সালে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র। দেশের সব রাজ্যকে অনুরোধ করা হয় ওই শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য। কেন্দ্রের অনুরোধে বেশ কিছু বিজেপি শাসিত রাজ্য ওই শিক্ষানীতি কার্যকরও করেছে। কিন্তু তামিলনাড়ু, বাংলা, কেরল-সহ কয়েকটি রাজ্য কেন্দ্রের ওই নীতির প্রবল বিরোধিতা করছে। কোনওভাবেই ওই নীতি কার্যকর করা হবে না বলে একপ্রকার কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে চলে যায় কেরল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দাবি করেন, এই জাতীয় শিক্ষানীতি গোটা দেশের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু এখন 'পিএমশ্রী'র টাকা গ্রহণ করে ঘুরপথে সেই নীতিই কার্যকর করছে কেরল। স্বাভাবিকভাবেই জোর বিতর্ক রাজ্য রাজনীতিতে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশতম পর্ব)

প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা।তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মাওবাদীরা কোণঠাসা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেশজুড়ে সক্রিয় থাকা মাওবাদী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রভাব এখন কার্যত ভেঙে পড়েছে। যে-সংগঠনকে একদা দেশের 'সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপদ' বলা হত, তার উপস্থিতি এখন মাত্র ১১টি জেলায় সীমাবদ্ধ। নেপথ্যে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সংবেদনশীল রণকৌশল ও পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। সম্প্রতি আত্মসমর্পণ করা মাওবাদী শীর্ষ নেতা মাল্লোজুলা বেনুগোপাল রাও স্বীকার করেছেন, 'ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি ও সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী চিন ও রাশিয়ার ডগম্যাটিক পথ পরিত্যাগ করা ছাড়া আর রাস্তা নেই।' এ স্বীকারোক্তি গুরুত্বপূর্ণ মোড়।মূল ঘাঁটি সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ছত্তিশগড়ের তিনটি অরণ্যবেষ্টিত জেলায়- বিজাপুর,

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গায়ের মাংস শুকিয়ে গেছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখতে। মুখে প্রকাণ্ড হাঁ। জিব ভয়ঙ্করভাবে লক্‌লক করছে। বসে গেছে লাল চোখ। ডাকে চারদিক মুখরিত" (৩: ১৩০)।
তৃতীয় কালীরূপ কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে নির্দেশ করেন সুকুমার,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

মাওবাদীরা কোণঠাসা

নারায়ণপুর, সুকমা। এই পশ্চাদ্‌পসরণ কেবলমাত্র আধা-সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র অভিযানের ফল নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সাফল্যের প্রতিফলন।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলি যেমন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলাকার বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রণকৌশল নিয়েছে, তেমনই জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকা কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চালু করে, তা ক্রমে আদিবাসী অঞ্চলের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনে। বলা বাহুল্য, আন্দোলনের পতনটি আসলে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের ফল। যার সূত্রপাত হয়েছিল একদা অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে। সেখানে প্রশাসন একই ধাঁচে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানকে সমান্তরালভাবে চালিয়ে মাওবাদীদের ঘাঁটি দুর্বল করে দেয়। পরে এই সাফল্য মধ্যভারতের অন্য রাজ্যগুলিতেও অনুসৃত হয়।

মাওবাদীরা চেয়েছিল ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পূর্ব মহারাষ্ট্র, পশ্চিম ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে 'বেস এরিয়া' গড়ে তুলে ধীরে-ধীরে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলতে। এটি শতাব্দীপ্রাচীন কৌশল, যার মাধ্যমে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদীদের পরাজিত করে। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সেই পরিকল্পনা টেকেনি।

শুরুতে মাওবাদীরা আবুজমাড় (দক্ষিণ ছত্তিশগড়), গড়চিরৌলি (মহারাষ্ট্র) বা ওড়িশার কিছু অংশে 'বিকল্প' প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তারা বুঝতে পারে, 'সশস্ত্র বিপ্লব'-এর নামে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধের 'ঘুঁটি' হিসাবে। মাওবাদী নেতৃত্ব সশস্ত্র লড়াইকে প্রধান করে তুলেছিল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন ছিল উপেক্ষিত। ফলে মাওবাদীদের প্রতি জনগণের আস্থা ধীরে-ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। এর মধ্যে ২০০০-এর দশকের শেষভাগে 'সালওয়া জুডুম' অভিযানের সময় মাওবাদীরা কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। সে অভিযানে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, এবং তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে পার্টিতে নতুন নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সালওয়া জুডুম 'নিষিদ্ধ' হওয়ার পর, যখন রাষ্ট্রের বাহিনী আরও পেশাদার ও সংবেদনশীল কৌশল গ্রহণ করে, তখন আন্দোলনের শক্তি ক্রমে ভেঙে পড়ে।

বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে জোর করে মালা পরিয়ে বিতর্কে নীতীশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পটনা: ফের বিতর্কে বিহারের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ভোট প্রচারের মঞ্চে দাঁড়িয়েই আপত্তি সত্ত্বেও বিজেপির এক মহিলা প্রার্থীর গলায় জোর করে মালা পরালেন সংযুক্ত জনতা দল সুপ্রিমো। শুধু তাই নয়, মালা পরাতে বাধা দেওয়ায় নিজের দলের সাংসদ সঞ্জয় ঝা-র উদ্দেশে নীতীশকে বলতে শোনা গিয়েছে 'গজব আদমি হ্যায় ভাই'।সমাজমাধ্যমে নীতীশের ওই বেআক্কেলে কাণ্ডের ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শিবিরের প্রধান সেনাপতিকে বিঁধতে আসরে নেমেছে আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা। বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব থেকে শুরু করে একাধিক কংগ্রেস নেতা ওই ভিডিও সমাজমাধ্যমে আপলোড করে নীতীশের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

পুলিশ স্মরণ দিবস : নতুন দিল্লির জাতীয় পুলিশ স্মারকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুলিশ স্মরণ দিবস উপলক্ষে ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে নতুন দিল্লির জাতীয় পুলিশ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। ১৯৫৯ –এর এই দিনেই লাদাখের হট স্প্রিং এলাকায় চীনের সশস্ত্র বাহিনীর হামলার মোকাবিলায় মৃত্যু বরণ করেন ১০ জন সাহসী পুলিশ কর্মী।

ভাষণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার দুই প্রধান স্তম্ভ। সেনাবাহিনী দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে। পুলিশ বাহিনী সামাজিক ঐক্যের রক্ষক। ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে দুটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, সীমান্ত এলাকায় সুস্থিতির অভাবের পাশপাশি, সমাজের অভ্যন্তরে অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ এবং আদর্শগত বিচ্যুতিজনিত নেতিবাচক সংঘাত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরাধ জগৎ এখন অনেক সংগঠিত ও জটিল। তার লক্ষ্য সমাজে শান্তি ও বিশ্বাসের বাতাবরণ ধ্বংস করা।

অপরাধীদের মোকাবিলায় পুলিশ কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। সশস্ত্র বাহিনী এবং দক্ষ পুলিশ কর্মীদের জন্যই দেশের মানুষ নিরাপদে দিনযাপন করতে পারছেন বলে তাঁর মন্তব্য।

দীর্ঘদিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে বড় কাঁটা হয়ে থাকা নকশালবাদ প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, পুলিশ, কেন্দ্রীয় পুলিশ, বিএসএফ এবং স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতার সুবাদে বর্তমানে বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত এলাকাগুলিতে সুস্থিতি ফিরে আসছে। আগামী বছর মার্চ নাগাদ এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হবে বলে তিনি আশাবাদী। লাল সন্ত্রাস প্রভাবিত জেলার সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং সেখানে এখন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠছে বলে উল্লেখ করছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বন্দুক হাতে নিয়ে ঘোরা যুবারা এখন সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসছেন, রেড করিডোর রূপান্তরিত হয়েছে বিকাশ করিডোরে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে আপোষহীন বলে আবারও উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পুলিশ কর্মীদের অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছবিটা পাল্টে যেতে থাকে। ২০১৮-য় গড়ে ওঠে জাতীয় পুলিশ স্মারক। পুলিশ কর্মীরা এখন আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত। নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানো দরকার বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনে করিয়ে দেন।

নাগরিক সমাজ এবং পুলিশ কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কে ভারসাম্য ও আস্থার মনোভাব প্রতিফলিত থাকা দরকার বলে উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশের যৌথ কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী গোবিন্দ মোহন, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তা শ্রী তপন ডেকা, বিএসএফের মহানির্দেশক শ্রী দলজিৎ সিং চৌধরী প্রমুখ।

(৫ পাতার পর)

বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে জোর করে মালা পরিয়ে বিতর্কে নীতীশ

তুলেছেন।ইতিমধ্যেই ওই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। মওকা পেয়েই রাজনৈতিক শত্রু নীতীশকে বিঁধেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সমাজমাধ্যমে নীতীশের কীর্তির ভিডিও আপলোড করে খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে লিখেছেন 'ইয়ে গজব আদমি হ্যায় ভাই'।

আগামী ৬ নভেম্বর বিহারে প্রথম দফার বিধানসভার ভোট। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন জমা ও প্রত্যাহারের পর্ব শেষ হয়েছে। জোরকদমে চলছে ভোটপ্রচার। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এনডিএ'র এক নির্বাচনী সভায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সহ প্রার্থীরা। মঞ্চে থাকা এনডিএ'র প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীদের গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরাচ্ছেন নীতীশ। পরিচয় পর্বের সময়ে বিজেপি প্রার্থী রমা নিষাদ সৌজন্য দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাচ্ছেন। ঠিক তখনই তাঁকে একটি গাঁদা ফুলের মালা পরাতে যান মুখ্যমন্ত্রী। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা ওই মালা পরাতে বাধা দেন। নীতীশের হাত থেকে মালা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে গোঁসা হয় নীতীশের। খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলেন, 'ইয়ে গজব আদমি হ্যায় ভাই।' এর পরেই জোর করে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর গলায় মালা পরিয়ে দেন তিনি। পছন্দ না হলেও হাসিমুখে মুখ্যমন্ত্রীর ওই আচরণ সহ্য করেছেন বিজেপির মহিলা প্রার্থী।

সিনেমার খবর

হেমা মালিনী না কি প্রকাশ, এখন কার সঙ্গে থাকছেন ধর্মেন্দ্র?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুই স্ত্রী রয়েছে বলিউডের তারকা অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের। ফলে দুই সম্পর্ক ঘিরে রয়েছে দ্বন্দ্ব, জটিলতা, টানাপড়েন ও আবেগও। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কে থাকাকালীনই হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন সেই সময়কার সুপারস্টার নায়ক ধর্মেন্দ্র।

বহু নারীর হৃদয় চুরি করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেই ধর্মেন্দ্রই হেমা মালিনীর মন চুরি করে নিতেই শুরু হয় অন্য সমীকরণ। অভিনেতা নিজের ধর্ম বদলে হেমাকে বিয়ে করেন। তবে প্রথম স্ত্রীয়ের সঙ্গে সম্পর্কও ত্যাগ করেননি তিনি। দুই স্ত্রীয়ের মধ্যে কার সঙ্গে সংসার করেন ধর্মেন্দ্র? জানালেন তার ছেলে ববি দেওল।

বিবাহিত অভিনেতাকে বিয়ে করার সময় কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় হেমা মালিনীকে। শোনা যায়, হেমার সঙ্গে অভিনেতার বিয়ে নাকি কখনওই মেনে নেয়নি দেওল পরিবার। সেই জন্য দেওলদের কোনও অনুষ্ঠানেও কখনও দেখা যায়নি হেমা কিংবা তার দুই মেয়ের কাউকেই। ধর্মেন্দ্রের প্রথম স্ত্রী প্রকাশের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন হেমা। এক পুরনো সাক্ষাৎকারে প্রকাশকে নিয়ে মুখ খুলেছিলেন হেমা।

তিনি জানান যে, কোনও দিনই তিনি ধর্মেন্দ্রের 'অন্য পরিবার'-এর কাছে কোনও কিছু দাবি করেননি। দুই পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে হেমা বলেন, "ভালোবাসায় শুধুই নিজের থেকে দিতে হয়। আমরা একে অপরকে এতটাই ভালবাসি যে, এই ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে কোনও অভিযোগ আমার নেই।"

ববি জানান, বাবা ধর্মেন্দ্র তার মা প্রকাশ ও তাদের চার ভাই-বোনের সঙ্গেই থাকেন। হেমা মালিনীর নিজস্ব বাংলো আছে। তিনি সেখানে থাকেন। মাঝে মাঝে হেমা মালিনীর বাড়িতে গিয়ে থাকেন ধর্মেন্দ্র। সেই সময় একেবারে নিরামিশাষী হয়ে থাকতে হয় তাকে। কারণ মাছ-মাংসের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না হেমা। দুই স্ত্রীয়ের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন অভিনেতা।

উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে উনিশ বছর বয়সী এক উঠতি তরুণীকে বিয়ে করেন ধর্মেন্দ্র। তখন ধর্মেন্দ্রর বয়সও উনিশ ছিলো, এই প্রকাশ কর এবং ধর্মেন্দ্রর চারজন সন্তান হয়। সানি দেওল, ববি দেওল এবং দুই মেয়ে বিজেতা এবং অজিতা।

ধর্মেন্দ্র পরে ১৯৮০ সালে গোপনে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন, যদিও প্রকাশ করকে তিনি তালাক দিতে চাননি এবং পরে দেনও নি। এষা দেওল এবং অহনা দেওল নামের দুই কন্যার জন্ম হয় ধর্মেন্দ্র-হেমা দম্পতির।

সাংবাদিকের ভূমিকায় শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে নানা চরিত্রে উপস্থাপন করে চলেছেন। পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক সিনেমার গণ্ডি পেরিয়ে নিজেকে মূল ধারার গল্প ও চরিত্রে মনোনিবেশ করছেন তিনি। অভিনেত্রী নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে বারবারই দর্শকদের মন জয় করে নিচ্ছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর হাত ধরে ওটিটি দুনিয়ায় পদার্পণ করা শুভশ্রীর অভিনয় দক্ষতায় নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। সিরিজটি প্রচারের পর দারুণ প্রশংসিত হন। আবারও দর্শক তাকে নতুন রূপে দেখতে পাবেন ওয়েব সিরিজে, যার নাম 'অনুসন্ধান'।

এ সিরিজের গল্পে দেখা যাবে, জেলখানার নারী বন্দিদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একের পর এক দুর্ঘটনা নিয়ে। শুভশ্রী অভিনীত চরিত্রটি প্রধানত এমন এক রহস্যের উন্মোচন করবে, যেখানে কোনো পুরুষের উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও জেলখানার নারী বন্দিরা কীভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ছেন। এই কঠিন ও স্পর্শকাতর রহস্যের জট খুলতে সাংবাদিকদের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলিকে।

আগামী ৭ নভেম্বর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ মুক্তি পাবে শুভশ্রী অভিনীত এ নতুন সিরিজ। অদিতি রায়ের পরিচালনায় 'অনুসন্ধান' সিরিজে অভিনেত্রী ছাড়াও অভিনয় করেছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়, সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়, সৌম্য বন্দ্যোপধ্যায় প্রমুখ। দীর্ঘ বিরতির পর এ সিরিজের হাত ধরে অভিনয়ে ফিরছেন অরিত্র দত্ত বণিক।

অমিতাভের জন্মদিনে ঐশ্বরিয়ার শুভেচ্ছা, যা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই দম্পতির বেশ কয়েক মাস ধরে বিচ্ছেদের গুঞ্জন চলছিল। মাঝখানে তাদের একত্রে দেখে থেমে যায় সব কলাহল, সমালোচনা-আলোচনা। সেই সময় তারা কোনো কথা বলেননি। কিন্তু এবার বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনের ৮৩তম জন্মদিনে আলোচনায় ফিরে এলেন তারকা দম্পতি। কারণ কিংবদন্তি অভিনেতার জন্মদিনে মিষ্টি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঐশ্বরিয়া রাই।

সামাজিক মাধ্যমে অমিতাভ বচ্চনের একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। শনিবার (১১ অক্টোবর) ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী যে ছবিটি শেয়ার করেন, সেখানে দেখা যায়, বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন কাঁধে ছোট্ট আরাধ্যা বচ্চনকে নিয়ে সেলফি তুলছেন। বিগ বির মাথায় আছে একটি ছোট্ট মুকুট, মুখে উজ্জ্বল হাসি। ছবির ক্যাপশনে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন লিখেছেন, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ারেস্ট পা-দাদাজি। ভালোবাসা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকুক সর্বদা।

সামাজিক মাধ্যমে ঐশ্বরিয়ার এ পোস্ট মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। সেখানে ভক্ত-অনুরাগীদের ভালোবাসার বন্যা বইয়ে যায়। এক নেটিজেন লিখেছেন—ঐশ্বরিয়া, তুমি সত্যিই মন থেকে ভালো মানুষ। আরেক নেটিজেন লিখেছেন—তিনি সবসময়ই অমিতাভকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, গত বছর ঐশ্বরিয়া ও অভিষেক বচ্চনের মধ্যে দূরত্বের গুঞ্জন শোনা গেলেও পরে সেই খবরের সত্যতা পাওয়া যায়নি। দুজনকে একসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। গত আগস্টে তারা আরাধ্যাকে নিয়ে ছুটি কাটিয়ে একসঙ্গে মুম্বাই বিমানবন্দরে ফেরেন, যা ভক্তদের মাঝে স্বস্তি এনে দেয়। এর আগে অনন্ত আম্বানির বিয়েতেও ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যাকে একসঙ্গে দেখা গেলেও, অমিতাভ, জয়া, অভিষেক, শ্বেতা, অগস্ত্য ও নব্যা আলাদা করে অংশ নেন, যা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। সেই থেকে গুঞ্জন।

কামিন্স ছিটকে গেলে অ্যাশেজে সুবিধা পাবে ইংল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন চতুর্থ স্থানে প্যাট কামিন্স, লম্বা একটা সময় ছিলেন শীর্ষে। অস্ট্রেলিয়া দলে তারকা এই পেসারের অনুপস্থিতি যে কোনো প্রতিপক্ষের জন্য স্বস্তির। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক যেমন বললেন, কামিন্স ছিটকে গেলে অ্যাশেজে সুবিধা পাবেন তারা।

অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন অ্যাশেজের শুরুতে কামিন্সকে পাওয়া নিয়ে জেগেছে প্রবল শঙ্কা। আগামী ২১ নভেম্বর শুরু ঐতিহ্যবাহী এই সিরিজের মাঠের লড়াই। কিন্তু এখনও পিঠের চোট থেকে সেরে উঠতে পারেননি স্বাগতিকদের অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রথম ম্যাচে কামিন্সের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এমনকি পুরো সিরিজ থেকেও ছিটকে পড়তে পারেন অভিজ্ঞ এই বোলার।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোলাল্ড অবশ্য সিরিজের শুরু থেকে কামিন্সকে পেতে আশাবাদী। তবে ফিট হয়ে উঠতে ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের হাতে যে খুব বেশি সময় নেই, সেটাও স্বীকার করেছেন তিনি। কামিন্সের এই ছিটকে পড়ার শঙ্কা নিয়ে পেশাদার ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয় ব্রুককে। এমন কিছু হলে ইংল্যান্ড সুবিধা পাবে স্বীকার করে নেন তিনি। তবে অস্ট্রেলিয়াকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ দেখেন না এই ব্যাটসম্যান।

তিন জানান। পরিস্থিতি যেমন দেখছি, প্রথম ম্যাচে তাদের দলে কামিন্স না থাকলে, আশা করি এটা আমাদের জন্য সুবিধার হবে। অবশ্যই সে অসাধারণ একজন বোলার এবং অনেক বছর ধরে খেলছে; সে মানসম্পন্ন একজন বোলার, যে দ্রুতগতিতে বল করে। তবে তাদের অনেক ভালো বোলার আছে, বিশেষ করে পেসাররা, তাই আমরা কাউকে হালকাভাবে নিতে পারি না।

অ্যাশেজের সেই বিখ্যাত ট্রফি 'ছাইদানি' গত আট বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এবার লড়াই আবার তাদেরই মাটিতে। যেখানে ২০১০ সালের পর কোনো টেস্ট জিততে পারেনি ইংল্যান্ড।

দেশবাসীর জন্য বিশ্বকাপ জিততে চান ব্রুনো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগালের বিশ্বকাপ দৌড় এবার আলাদা এক অধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সতীর্থ ব্রুনো ফের্নান্দেস বলছেন, এইবার শুধু অংশগ্রহণ নয়, জয়ই হবে লক্ষ্য।

কাতার বিশ্বকাপের পর্তুগাল স্কোয়াডে ছিলেন রোনালদো, ব্রুনো ফের্নান্দেস, বের্নার্দো সিলভা। কিন্তু এত সম্ভাবনাময় দলও এখনো পারেনি সবচেয়ে বড় মঞ্চে ছোঁয়ার। ফের্নান্দেস জানিয়েছেন, সে স্বপ্নটা তিনি ছোট থেকেই দেখেছেন। এবার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাঠে নামবে পুরো দল।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আয়রল্যান্ডেন বিপক্ষে খেলার আগে ফের্নান্দেস বলেন,"আমরা প্রতিটি ম্যাচে যতটা সম্ভব আদর্শ খেলব। দ্রুত মূলপর্ব নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। জয়ই হবে সর্বপ্রধান ইচ্ছা।"

তিনি আরও বলেন,"ছোটবেলা থেকেই এই স্বপ্ন—বিশ্বকাপ জেতা। এটা শুধু আমার নয়, সমগ্র পর্তুগালের স্বপ্ন। প্রথমে নিশ্চিত করব মূলপর্ব, তারপর সেই স্বপ্নের লড়াইটা শুরু হবে।"

বাছাইপর্বের 'এফ' গ্রুপে তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে ৯ পয়েন্টে শীর্ষে পর্তুগাল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হাঙ্গেরির পয়েন্ট ৪।

পর্তুগালের সর্বোচ্চ বিশ্বকাপ সাফল্য ছিল ১৯৬৬ সালে তৃতীয় স্থান। ২০০৬ সালে সেমি-ফাইনালেও উঠেছিল তারা।

শঙ্কায় মেসিদের ভারত সফর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসার কথা জানিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। তর্কসাপেক্ষে ফুটবল ইতিহাসের সেরা এই ফুটবলারের আগেই অবশ্য পুরো আর্জেন্টিনা দলের ভারত সফর করার কথা রয়েছে। মূলত প্রীতি ম্যাচ খেলতেই ভারতে আসার কথা আলবিসেলেস্তেদের। তবে সেই সফর নিয়ে এখন শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে এখন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে আর্জেন্টিনা দল। সেখানে ইতোমধ্যে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলেছে তারা। অপর ম্যাচটি আগামী বুধবার পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে আলবিসেলেস্তেরা।

অবশ্য এই সফর শেষেও খুব একটা বিশ্রামের সুযোগ নেই মেসিদের। নভেম্বরে আরো দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা। প্রথম ম্যাচটি হবে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে। আর দ্বিতীয় ম্যাচটি হওয়ার কথা ভারতে। তবে টিওয়াইসি স্পোর্টসের খবরে বলা হয়েছে, ভারতের ম্যাচটির ভেন্যু পরিবর্তন হতে পারে।

ভারত সফরে না আসলে সেই ম্যাচটিও হতে পারে আফ্রিকায়। তখন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে পারে আর্জেন্টিনা।

সর্বশেষ ২০১১ সালে ভারতের মাটিতে খেলেছিল আর্জেন্টিনা। এরপর দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময়ের অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবার। তবে সেটিও এখন অনিশ্চিত।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR